সেক্যুলারিজম বর্তমান সরকারের কাছে একটি বেশ স্পর্শকাতর অন্ত্যজ শব্দ। তাদের কাছে এর অর্থ হল ধর্মহীনতার নামান্তর। আমাদের বক্তব্য সেক্যুলারিজম হল এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি হল 'মানবতাবাদ', বহুত্ববাদিতা (pluralism) এবং বৈচিত্রময়তা (diversity)। রাষ্ট্রীয় জীবনে যেমন আমরা চাই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অধিষ্ঠান তেমনি আমাদের কাঙ্খিত শিক্ষা ব্যবস্থাতে এই সেক্যুলারিজমের প্রতিফলন দেখতে চাই। এর আর একটি অর্থ হল কোন শিক্ষা ব্যবস্থাতাই কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য বা কোন শ্রেনী বিশেষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে না। সেক্যুলারশিক্ষা পদ্ধতিতে, পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাক্রম, বই পুস্তক ইত্যাদি রচনায় কোন ধর্মেরই কোন ভূমিকা থাকবে না। সব ধর্মের, শ্রেনীর, সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী একটি একক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন করবে- যার মধ্য দিয়ে তার মানবিকতা বোধ জাগ্রত হবে। একেই আমরা বলতে চাই শিক্ষা'র লোকায়তকরণ (secularization of education)।

বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা কী ? অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা বলতে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠদানের ওপরই গুরুত্ব দেয়া। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানে ও গ্রহণে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাই তাতে শিক্ষাথী হয়ে উঠবে বিজ্ঞানমনস্ক, মুক্তচিন্তার ধারক ও যুক্তিবাদী উদার মনের অধিকারী, সবাবইকে কেবল বিজ্ঞান পড়িয়ে বৈজ্ঞানিক, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার বা কৃষিবিদ তৈরী করা নয়। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে– যুক্তি-তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্লেষণধর্মী গড়ে তোলা– এক কথায় সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রোয়োগে সক্ষম করা- যেখানে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কোন স্থান নেই; এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে মুক্তমনা ও মুক্তচিন্তার উদার সমাজ। একেই আমরা বলতে চাই বিজ্ঞান ভিত্তিক।

বাকী রইল একমুখী শিক্ষা বলতে আমরা কি চাই ? একমুখী মানে ইংরেজীতে যাকে বলে 'monodisciplinary ' একক শৃঙ্খলা বিষযক শিক্ষা দান নয়। এর স্পষ্ট অর্থ হল একজন শিক্ষার্থী একটি মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত নানা বিষয়ে ও শৃঙ্খলায় শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন করবে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমানে যে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা-দান পদ্ধতি যেমন– 'সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা-মক্তব-টোল-চতুস্পাঠী অবকাঠামোগত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কিন্ডরিগার্টেন থেকে এ লেভেল স্তর পর্যন্ত এক ধরণের শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত তার অবসান ঘঠবে। বর্তমানে চালু প্রাথমিক স্তর থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (১ম শ্রেনী - ৮ম শ্রেনী) সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ব্যবস্থা অনুমোদিত একটি মাত্র শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ শৃঙ্খলায় একাধিক ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবর্তন করা যেতে পারে– যেমন মানবিক, বিজ্ঞান, বানিজ্য, বৃত্তিমূলক, সঙ্গীতবিদ্যা, নীতি ও ধর্ম ইত্যাদি। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তর থেকে বহু শৃঙ্খলার বিষয়কে সামনে রেখে বিশেষায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই বিশেষায়ন শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা যাতে কোন বিশেষ শৃঙ্খলায় বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা স্তরে পাঠ গ্রহণ ইচ্ছুক শিক্ষার্থী নিজেকে উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলে। অর্থাৎ এক কথায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যসিক স্তরে উচ্চতর শৃঙ্খলার বিশেষায়নের ক্ষেত্র তৈরী করা (introduction of different specialized multidisciplinary subjects) যাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একটি একক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনে উপযুক্ত হয়।